

জামায়াতের জমাট অন্ধকারে অপহৃত তারুণ্য

অনিরুদ্ধ আহমেদ

উনিশ শতকের ইংরেজ কবি টেনিসনের বিখ্যাত ইউলিসিস কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন গ্রীক উপাখ্যানের সেই বীর ইউলিসিস কি ভাবে তিরস্কার করছেন তাঁর অযোগ্য গৃহবাসী পুত্র টেলিমেকাসকে। ইউলিসিস এক পর্যায়ে প্রায় ব্যঙ্গ করেই বলেন, “ এই হচ্ছে আমার, আমার নিজেরই পুত্র টেলিমেকাস। ” এই ব্যঙ্গাত্মক পরিচিতির মাধ্যমেই ইউলিসিস আমাদের বুঝিয়ে দেন পিতা পুত্রের মধ্যে প্রায় অনতিক্রম্য ব্যবধান। জিয়াউর রহমান এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমানের মধ্যে ব্যবধান বোধ করি অতখানি অনতিক্রম্য নয়, যতখানি ছিল গ্রীক উপাখ্যানের ঐ দুটি চরিত্রের মধ্যে। অতএব তারেক রহমানের সাম্প্রতিক আচরণে যাঁরা বিস্মিত হচ্ছেন, ভাবছেন পিতার বিপরীতগামী এই পুত্র তাঁদের বিশ্লেষণ বোধ করি পুরোপুরি সত্য নয়। পিতা জিয়ার সঙ্গে পুত্র তারেকের অমিল আছে মোটা দাগের, কিন্তু মিল আছে সুক্ষ এক ধরণের। মাঝে মাঝে মনে হয় পিতার অসম্পূর্ণ কাজকেই বোধ করি পূর্ণতা দিতে চান এই করিৎকর্মা পুত্র যাঁর নীরব আধিপত্যে, বয়োজ্যেষ্ঠরা হয় বিতাড়িত, নয় নিতান্তই কোণ ঠাসা। এই তো মাত্র সেদিনও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান, ফুল হাতে দাঁড়িয়েছিলেন তারেককে শুভেচ্ছা জানাতে, যাঁকে বি এন পি 'র এক বিদ্রোহী নেতা অলি আহমেদ সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আকারে ইঙ্গিতে অর্বাচীন বলেছেন সেই তরুণ তারেক নতুন প্রজন্মকে বন্দী করলেন, প্রগতিশীল প্রবীণদের কাছে নয়, বন্দী করলেন মৌলবাদী সেই সব লোকদের দুষ্টচক্রে যাঁরা মুখে বলেন, এসো আলোর পথে এবং নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকেন অন্ধকারের এক অনতিক্রম্য অধ্যায়ে। অভিজ্ঞতা সেখানে সম্পদ নয়, দায় একরকমের। তাই ভেবে খানিকটা বিস্মিত হই যে নিজদলের প্রবীণ ও পোড় খাওয়া সদস্যদের কোণঠাসা করে এই তারেক যিনি এখন সৌভাগ্যের বরপুত্র বলেও খ্যাত তিনি হঠাৎ করেই যেন স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী করলেন জামায়াতের জমাট অন্ধকারে। তারুণ্যের এমন অপচয় বাঙালি দেখেনি আর কখনই। একবিংশ শতাব্দির একজন তরুণ, যিনি সম্ভবত চল্লিশের কোঠা স্পর্শ করেননি এখনও, বেশ ভূষায় আধুনিকতার একটা চমক ও রয়েছে, দমক রয়েছে ক্ষমতার ও, সেই তরুণ তারেক যখন প্রবীণ গোলাম আযমের সঙ্গে হাত মেলালেন অবলীলা ক্রমেই এবং বলে ফেললেন নির্দিধায় যে জামাত ও বি এন পি মূলত একই পরিবারের সদস্য, তখন প্রকারান্তরে তারেক সেই ধ্রুব সত্য কথাটিই উচ্চারণ করলেন, বি এন পি 'র বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দীর্ঘ দিন করেছেন, বিরোধীদল, দেশের উদারপন্থি সুশীল সমাজ।

তারেকের এই আপাত নাটকীয় আচরণে ক্ষিপ্ত হয়েছেন , মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি অনুগত বি এন পি 'র বেশ কিছু সদস্য , কিন্তু বেজায় খুশী হয়েছেন , প্রবীণ ও নবীন জামাতিরা । বি এন পি 'র সেই সব তারেক বিরোধী ও জামাত বিরোধী সদস্যরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই দেখতে ভালো বাসেন এবং জিয়ার মতো একজন নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধার পুত্রের এই মতি বিশ্রাট দেখে , তাঁরা বিচলিত হন , বিভ্রান্ত হন এবং পরিশেষে বিক্ষুব্ধ ও হন । জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এই ঐতিহাসিক সত্যটা অস্বীকার করা যাবে না , এ কথাও সত্যি যে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির সব চেয়ে দুর্দিনে ২৭শে মার্চ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর ঘোষণা পাঠ , বাঙালিকে দিয়েছিল সামরিক সাহস । কিন্তু যঁারা ঐ ঘোষণা পাঠের বিষয়টাকে অতিরঞ্জিত ভাবে দেখেন এবং জাতির জনকের বিকল্প হিসেবে জেনারেল জিয়াকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন তখনই ইতিহাস বিকৃতির সূচনা ঘটে । জিয়া যে আমাদের মুক্তি যুদ্ধের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামরিক মাত্রা যুক্ত করেছিলেন সর্বপ্রথম তাঁর ঐ প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে , সে কথা স্বীকার্য কিন্তু যঁারা তাঁর ঐ বেতার ঘোষণাকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতার মূল সত্যটাকে অপহরণ করতে চান , তাঁদের অপচেষ্টা ইতিহাস বিকৃতিরই নামান্তর ।

আমরা ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠ যে জিয়াউর রহমানকে দেখি তিনি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ব্যক্তি । এই পর্যায়ে জিয়াউর রহমানের মৌলিক আদর্শে কি পরিবর্তন এসছিল না কি তিনি রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণের জন্যে এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি অবস্থান নেয়ার জন্যে অতি বাম ও অতি ডানের সমন্বয়ে তাঁর নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন সেটি রীতিমতো গবেষণার কথা । কিন্তু এ বিষয়ে বোধ করি ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান বাম পন্থীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে , ঝুঁকেছিলেন ডান পন্থীদের দিকেই । কর্নেল তাহেরের কথিত সিপাহী জনতা বিপ্লবকে ছিনতাই করে , নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে সেই কর্নেল তাহেরকে সিপাহীদের উস্কানী দেয়ার অভিযোগে ফাঁসীর কাঠে ঝুলিয়েছিলেন এই জেনারেল , তা তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার শ্রেয়তা প্রমাণ করলেও , তাঁর নৈতিক স্বলনের সেটি একটি বড়ো দিক । জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও বহুদলীয় রাজনীতি শুরু করার অজুহাতে তিনি জামাতে ইসলামি সহ,মৌলবাদী দলগুলোকে রাজনীতি করার অনুমতি দেন । তাঁর আমলেই পাকিস্তানপন্থি রাজনীতিকরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় । জিয়া নিজে হয়ত জামাতীদের মতো মৌলবাদী ছিলেন না কিন্তু তিনি , তাঁর

স্বীর মতোই মৌলবাদীদের ব্যবহার করতে গিয়ে , নিজেও খানিকটা ব্যবহৃত হয়েছিলেন মৌলবাদীদের দ্বারা। সংবিধানকে অংশত ধর্মমুখী করেছিলেন জিয়াউর রহমান। জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত সততার ইতিহাসের সঙ্গে , তাঁর রাজনৈতিক শঠতার বাস্তবতা যে পরস্পরবিরোধী সে প্রসঙ্গ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাত্রই জানা। যে ধরণের ছাত্র ও যুবরাজনীতির সূচনা করেছিলেন তিনি তাতে তাঁর ক্যাডার বাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল যত দ্রুত , তত দ্রুত যুবসমাজকে তিনি আধুনিক মনস্ক করতে পারেননি। কিন্তু জেনারেল জিয়ার এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও , মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সেখানে তাঁর স্থান তাঁর পুত্রের চেয়ে খানিকটা ওপরে। প্রয়াত জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঐ পর্বটি যদি তাঁর জীবন থেকে মুছে ফেলার একটা হাইপোথেসিস তৈরী করা যায়, তা হলে দেখা যাবে পিতা পুত্রের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলের অংশটাই বেশী এবং সেটাই কাঙ্ক্ষিত।

বস্তুত তরুণ নেতৃত্বের বিরোধী যারা এখন , তারুন্যকে যারা অর্বাচীনতা বলে ব্যঙ্গ করেন ,আমি সম্ভবত তাঁদের দলের নই। তথ্যপ্রযুক্তি , সাংবাদিকতা এ সব আকর্ষণীয় স্থানের মতো রাজনীতিতেও তারুণ্যের পদক্ষেপণ আমার কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। তাই তারেক যখন নেতৃত্বে আসলেন , আমার নিজের মনে হয়েছিল হয়ত তিনি রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে আসার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি নিজের যোগ্যতার কারণে রাজনীতিতে আসেন তাতে আমি অন্তত কিছু ভুল দেখিনা। আর তারুণ্য শক্তি রাজনীতিতে আসলে , রাজনীতি হয় গতি সম্পন্ন , সম্মুখযাত্রা সম্ভব হয় গোটা জাতির। তারেক রহমানের ক্ষেত্রে যে কথাটি খানিকটা বিস্ময়কর সেটি হলো যে তাঁকে তাঁর দলে তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় ,অথচ সেই তরুণ যখন গতিশীলতাকে বাদ দিয়ে মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায় তখন বি এন পি 'র সেই একানব্বইয়ের দেয়ালের লেখনকে রীতিমতো পরিহাসমূলক বলে মনে হয়। তখন তারা লিখেছিল , ইংরেজীতেই : BNP is the choice of New Generation. কিন্তু বাস্তবে এই নতুন প্রজন্মকে বি এন পি কি দিয়েছে ? কি দিচ্ছেন তার তরুণ যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ? যে সামনে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন তিনি , সেটি না দিয়ে তিনি জামাতে ইসলামির সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন এবং রাজনৈতিক কৌশলের কারণেই প্রধানত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য যে যাঁর সম্পর্কে জোর ধারণা রয়েছে যে তিনি বায়বীয় কায়দায় সরকার পরিচালনা করছেন তাঁর নিজস্ব ভবন থেকে তিনি যে এতখানি অতীতমুখীনতায় ভুগবেন সেটা অকল্পনীয় । লক্ষ্য করেছি এই তরুণ , অন্য তরুণদের উৎসাহিত করেন এবং প্রশিক্ষণে প্রায় অভিভাবকসুলভ আচরণে অনেকটা উৎসাহবশতই বয়স্কদের ও “ তুমি ” বলে ফেলেন , যেমন বলতেন বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অভিভাবক হিসেবেই । কিন্তু পথপ্রদর্শকের যে স্ব আরোপিত দায়িত্ব নিলেছেন এ তরুণ তাতে এতদিন আশা কেবল এ টুকুই ছিল যে তিনি তরুণ , হয়ত বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর একটা ভিশন আছে কিন্তু জামাতের সঙ্গে গলাগলি করে তিনি তাঁর এই ভিশনকে ভীষণ একটা সমস্যায় ফেলে দিলেন , বাংলাদেশের মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো এই তারুণ্যের মৌলবাদিতায় । তারুণ্যের সঙ্গে মৌলবাদের যে একটা বিপ্রতীপ সম্পর্ক আছে বলে জানতাম , বি এন পি - জামাত জোট সরকারের সাম্প্রতিককালের তরুণ মন্ত্রীরা সেই ধারণাকে নস্যাত্ন করেছেন । তরুণ মন্ত্রীদের সমর্থনে যখন বাংলা ভাই রাজশাহি এলাকায় এক দুঃসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল , কিংবা শাইখ আব্দুর রহমান সমর্থন পেয়েছিল তরুণদেরই একাংশের তখন তারুণ্যের সঙ্গে মৌলবাদের সম্পর্কের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সে কথা বোঝার জো 'টি নয় । বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় যে ষাট-সত্তরের দশকের কোন তরুণ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কথা ভাবতে পারতেন না , অথচ আজকের তরুণ ধর্মকে রাজনীতির আঙ্গিনায় এনে এর অপব্যবহারের মাধ্যমে লাভবান হতে সচেষ্ট । হয়ত অনেকেই বলবেন যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ও এই মৌলবাদী রাজনীতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে , তারই প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও । তবে বাংলাদেশেতো এমনটি হবার কথা ছিল না । অসাম্প্রদায়িক , উদারনৈতিক সহিষ্ণু রাজনীতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তার যাত্রা শুরু করেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং সেই যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী । আজকে এই বিপরীতমুখী যাত্রা যেন পশ্চাদগমন ।

তারেক রহমান জোটের মৌলবাদী সম্মেলনে যে কেবল যোগ দিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি জামাত ও বি এন পি কে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন । তাঁর এই উক্তিতে তিনি তাঁর বিচক্ষণ পিতাকেও বিলক্ষণ ছাড়িয়ে গেছেন । জেনারেল জিয়া রাজনৈতিক কারণে জামাত-মুসলিম লীগের প্রতি দুর্বল হয়েছিলেন এবং তাঁর আমলেই গোলাম আজম বাংলাদেশে এসছিলেন পাকিস্তানি পাসপোর্ট হাতে । তিনিই ধর্মের নামে রাজনীতিকে সাংবিধানিক বৈধতা দিয়েছিলেন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে

সার্বভৌমত্বের প্রতি এক নতুন চ্যালেঞ্জের সূচনা করলেন । কিন্তু এসব সত্ত্বেও জিয়া জামাতকে যতটা নিলেছেন সঙ্গে , নিজে মেশেননি জামাতের সঙ্গে ততটা । এক ধরণের কৌশলগত দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন । আরেকটা কাজ করেছিলেন জিয়া । কিছু বামপন্থিকেও দলে টেনেছিলেন , যারা অনেক কারণেই আওয়ামী লীগের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন , এমন সব বামপন্থি নেতাদের তিনি তাঁর দলের ছত্রছায়ায় নিলে এসছিলেন । এই কৌশলের কারণেই জিয়াউর রহমান অতি বাম পন্থি এবং অতি ডানপন্থির মধ্যে একটা হাল্কা ধরণের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছিলেন । মশিউর রহমান এবং শাহ আজিজুর রহমানকে এই দুই ধারার প্রতিনিধি ধরা যেতে পারে জিয়া মন্ত্রী সভায় । তরুণ তারেক করছেন অন্য কাজ , ভিন্মুখী যাত্রা । তিনি বি এন পি কে নিলে গেছেন জামাতের অন্দরমহলে , সেখান থেকে বি এন পি , আস্ত বেরিয়ে আসবে কীনা সে নিলে সংশয় রয়েছে অনেকেরই । নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে , নিতান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবক কষেই তারেক ঐ পথে হয়ত পা বাড়িয়েছেন । ২০০১ সালের ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্লেষণ তারেকু বাহিনীর জন্যে যে সুফল বয়ে নিলে এসছিল , ২০০৭ সালের নির্বাচনে সেই হিসেবটা ভিন্ম হতে পারে । তারেক বুঝতে পারছেন কী , যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেব ছাড়া , নির্বাচনে অন্য একটা হিসেব ও আছে । গত প্রায় ৫ বছরে ইসলামি জঙ্গিদের উত্থান , জামাতের আদর্শিক অবস্থান এ সব কিছু মিলিয়ে জনগণ যে এই আঁতাতকে এখন সমর্থন করবে এমনটি ভাববার কোন কারণ নেই । অথচ তারেক রহমান তাঁর টগবগে তারুণ্যের অপচয় ঘটালেন এমন এক মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষে যারা শঠতার আশ্রয় নিলেছে বার বার এবং ধর্মকে কলুষিত করেছে , রাজনীতির বাদ প্রতিবাদে । তারেক রহমান বি এন পি কে নিলে গেলেন সেই জায়গায় যেখানে বলা যেতে পারে দলটির অবলুপ্তির সূচনা মাত্র । তারেক নিশ্চয়ই জানেন যে জঙ্গি সংগঠন জে এম বি 'র সঙ্গে জামাতের লক্ষ্য ও আদর্শের কোন অমিল নেই , তাঁদের মধ্যকার দার্শনিক সাযুজ্যই একে অপরকে করেছে পরস্পরের সম্পূরক । আর সেই সম্পূরকের ভূমিকায় তা হলে কি তারেক নিলে গেলেন তাঁর নিজ দলকেও ? তা হলে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বিরোধীদের এই যুক্তিকে তিনি খন্ডন করবেন কি ভাবে যে বি এন পি আর জামাত এখন অন্তত এক ও অভিন্ন কারণ এই অভিন্নতার কথা তারেক নিজেই বলেছেন সদস্তে ।

অনিরুদ্ধ আহমেদ : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক ও নিবন্ধকার

[এই লেখাটি ১৮ই জুন তারিখের সমকাল 'এ প্রকাশিত]